২৭-০৫-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের শুদ্ধ নেশা থাকা উচিত যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে আমাদেরই শরীর, মন এবং সম্পত্তির দ্বারা সমগ্র দুনিয়া, বিশেষ করে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছি।"

প্রশ্নঃ- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে কাকে সবথেকে বেশি সৌভাগ্যবান বলা যাবে?

উত্তরঃ- যে নিজে ভাল ভাবে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে এবং অন্যকেও ধারণ করায়, সে খুবই সৌভাগ্যবান। তোমরা অর্থাৎ ভারতবাসী বাচ্চারা বিশাল সৌভাগ্যশালী, যাদেরকে স্বয়ং ভগবান বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমাদের এই পরিবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। তোমাদেরকে প্রত্যেক ঘরকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে।

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা এটা বোঝো যে আমরা হলাম সৈন্য। তোমরাই সবথেকে শক্তিশালী কারণ তোমরা হলে সর্বশক্তিমানের শিব-শক্তি সেনা। এতটা নেশা থাকতে হবে। বাবা এখানে নেশা চড়াচ্ছেন কিন্তু ঘরে গেলেই সব ভুলে যায়। তোমরা, শিব-শক্তি সেনারা কি করছ? এই যে সমগ্র দুনিয়া আজ রাবণের জেলে বন্দি, তাদের মুক্ত করছ। এখানে সবাই শোক বাটিকাতে আছে। হয়তো তারা উড়োজাহাজে করে ঘোরে, বড় বড় বাড়িও আছে। কিন্তু এইসবই তো বিনাশ হয়ে যাবে। একেই মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণাসম রাজ্য বলা হয়। বাইরে থেকে খুবই চাকচিক্যপূর্ণ দেখতে কিন্তু ভেতরে একেবারে শূন্য। দ্রৌপদীর উদাহরণও দেওয়া হয়। বাবা বলেন, আমি যখন এসেছিলাম তখন এইরকমই সবকিছু ছিল যা তোমরা এখন দেখছ। এই যে পার্টিশন দেখছ সেটা এখনই হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধের ময়দান বলে তো কিছু নেই। এইটা হল রথ যেখানে শিববাবা বিরাজমান হয়ে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দেন। তোমরা এখন ভারতের সেবা করছ। ভারতে এখন যত উৎসব পালন করা হয় সেইগুলো সব এই সময়েরই স্মৃতিচিহ্ন। তিজরির কথা, গীতার কথা, শিব পুরান, রামায়ণ ইত্যাদি সবকিছুই এই সময়কে নিয়েই লেখা হয়েছে। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তো এইসব ছিল না। পরে শাস্ত্র বানানো শুরু করেছে। এইগুলো আবার বানানো হবে। তোমরা বাচ্চারা সবকিছু বুঝতে পেরেছ। আগে তো একদম ঘন অন্ধকারে ছিলে। এখন একজন মানুষও সৃষ্টিচক্রকে ঠিকভাবে জানে না। তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শুদ্ধ অহংকার হওয়া উচিৎ। এখন তোমরা শরীর, মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সেবা করছ। বাবার সাহায্যে আমরা সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দিচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এই সেবা করছি। শিববাবার দেওয়া শ্রীমৎ। কিন্তু শিববাবার নামই বাদ দিয়ে দিয়েছে। একে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের মত বলে দিয়েছে। তাও আবার কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগে দেখিয়ে দিয়েছে। তোমরা ভারতকে হীরেতুল্য বানাও। কিন্তু তোমরা কত সাধারণ, কোনও অহংকার নেই। এখানে তোমাদেরকে সব কিছু সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ শিববাবার কাছে নিজেকে বলি দিতে হবে। তাহলে শিববাবা ২১ জন্মের জন্য সবকিছু সমর্পণ করে দেন। বাবা তো গৃহস্থ সামলাতে বারণ করছেন না। ওটাও সামলাতে হবে, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসারে । অবিনাশী সার্জেনের (শল্য চিকিৎসক) কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয়। এইরকম গায়নও করা হয় যে গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার। ব্রহ্মাবাবাও বলছেন যে শিববাবা যখন ছিলেন না তখন আমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। ওরা তো শিব এবং শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মা কে? তিনি কখন আসেন? এসে কি করেন? প্রত্যেক কথাই বুঝতে হবে। জানোয়াররা তো এইসব কথা বুঝবে না। তোমরা বাচ্চারা এখন ক্রমানুসারে এইসব জেনে গেছ। বিদ্বান, পন্ডিত কেউই জানেনা যে সদগুরুকে ছাড়া

ঘোর অন্ধকার। গুরু তো অনেক আছে। সকলের সদগুরু একজনই, তাঁকে বৃক্ষপতি বলা হয়। তাই তোমাদের নেশা হওয়া উচিত। এই চোখ দিয়ে যে দুনিয়াকে দেখছ সেটা আর থাকবে না। বুদ্ধির দ্বারা যেটা জানছ সেটাই থাকবে। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি মমতা রাখা চলবে না। বাচ্চাদেরকেও সামলাতে হবে। বাবার তো কত সন্তান। কেউ বলে বাবা, আমি তোমার দুই মাসের সন্তান। কেউ আবার বলে আমি একমাসের সন্তান। কিন্তু সেই একমাসের বাচ্চাও দ্রুত ধারণা করে একদম পরিণত হয়ে যায়। আবার ২০ বছরের কোনও বাচ্চা হয়তো খাটো বুদ্ধি সম্পন্নই রয়ে যায়। তোমরা জানো যে এইটা হল নতুন বৃক্ষ যেটা ধীরে ধীরে বড় হবে। প্রথমে তার পাতা গজাবে। তারপরে ফুল হবে। এখানেই ফুল হতে হবে। ওখানে তো সকলে ফুলের মতই হবে। এখানে কেউ গোলাপ ফুল হচ্ছে আবার কেউ চাঁপা ফুলও হচ্ছে। যেমন ধারণা হবে সেইরকম পদ প্রাপ্ত হবে। এটা কোনও ফুলের বিষয় নয়, পদমর্যাদার বিষয়। তাই নেশা থাকা দরকার যে এই চোখের দ্বারা আমরা পবিত্র শিবালয় স্বর্গকে দেখব। অর্ধেক কল্প ধরে কেবল বলে এসেছি যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গে চলে গেছেন। বাস্তবে বাবাই এই সময়ে সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। তোমরা এখন বাবার বাচ্চা হয়ে গেলে ভারতও প্রগতিশীল হয়ে যায়। ৩৩ কোটি দেব-দেবীর গায়ন আছে। কিন্তু ওখানে সত্য এবং ত্রেতাযুগে এতজন থাকবে না। এটা তো সমগ্র ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মের জনসংখ্যা। বাইরের দিকে তাকালে দেখা যায় যে চারদিকে কত মতভেদ। চীন এবং জাপান তো বৌদ্ধ রাষ্ট্র। কিন্তু মুখে বৌদ্ধ বললেও তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ। এখানে ভারতে তো শিববাবাকে বাদই দিয়ে দিয়েছে, তাঁকে একেবারেই চেনে না। তাঁর চিত্র আছে, গায়নও করে, নন্দীকেও (ব্রহ্মাবাবার স্মৃতিচিহ্ন) দেখানো হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে জানেনা। তোমরা এখন জানো যে বাবা বলেছেন আমি এইসময়ে পরমধাম থেকে এসে এখানে শরীর ধারণ করে আমার ভূমিকা পালন করি। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রকে জেনে গেছ। সদগুরু জ্ঞাননেত্র দিয়েছেন, তাই অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। আগে তো আমরা কিছুই জানতাম না। এখন তোমরা রচয়িতা, নির্দেশক এবং প্রধান অভিনেতাকে অর্থাৎ বেহদের বাবাকে জেনে গেছ। ৮৪ জন্ম কাদের হওয়া উচিত? কারা ৮৪ জন্ম নেয় তাও তোমরা জানো। তোমাদের এখন তৃতীয় নয়ন খোলা আছে। তাই তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিত। মানুষ যখন মদ্যপান করে তখন তারা যদি দেউলিয়াও হয় তাহলেও নিজেকে সবথেকে ধনী মনে করে। বাবা তো বৈষ্ণব ছিলেন। কখনও এইসব ছুঁয়েও দেখেননি। লোকের মুখে শুনেছেন যে মদ্যপান করলে নেশা হয়। কথিত আছে, যাদবরা মদ্যপান করে, মুষল বের করে একে অপরের কুলের বিনাশ করেছিল। এখানেও সৈন্যদেরকে মদ্যপান করানো হয়, তার ফলে মারা যাওয়ার কিংবা অন্যকে মারার সময়ে হুঁশ থাকে না। নেশা হয়ে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও সর্বদা নারায়ণী নেশা থাকা উচিত। আমরা সেই পূর্বকল্পের মত শক্তি-সেনা। বহুবার আমরা ভারতকে হীরেতুল্য বানিয়েছি। এই বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তী, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী। যাদের সংশয়বুদ্ধি তারা উঁচু পদ পাবেনা। প্রজাতে কম পদ পাবে। ওখানে তোমাদের মহলে সর্বদা বাজনা বাজবে। দুঃখের কোনো প্রশ্নই নেই। আগে রাজাদের মহলের দরজার বাইরে সানাই বাজত। এখন তো রাজাদের সেই জাঁকজমক আর নেই। প্রজাদের রাজ্য হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমরা যোগযুক্ত থেকে, চক্রকে স্মরণ করতে করতে ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেব। কিন্তু বাচ্চারা কেবলই ভুলে যায়। বাবা মত দিচ্ছেন যে সবথেকে ভাল কর্তব্য হল গরীবদের সেবা করা। এখন তো কত গরিব লোক। মানুষ হাসপাতাল তৈরি করে যাতে রোগীরা একটু সুখ পায়। যে হাসপাতাল তৈরি করবে সে পরের জন্মে ভাল শরীর পাবে, রোগী হবে না। কেউ কেউ খুব স্বাস্থ্যবান হয়, অসুখ খুব কম হয়। তাহলে নিশ্চয়ই আগের জন্মে সুস্বাস্থ্যের দান করেছিল অর্থাৎ হাসপাতাল খুলেছিল। কেউ যদি

লেখাপড়াতে খুব বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই বিদ্যার দান করেছিল। কোনো কোনো সন্ন্যাসী ছোটবেলাতেই শাস্ত্র মুখস্থ করে নেয়। তখন বলা হয় যে সে আগের জন্মের সংস্কার নিয়ে এসেছে। তাই এখানেও তিন পা (সামান্য) জায়গা নিয়ে এই রুহানি হাসপাতাল খুলে লিখে দাও যে এখানে এসে বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্যের উত্তরাধিকার নাও। কত সহজ কথা। তোমরা জিজ্ঞেস কর যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে এই উত্তরাধিকার কে দিয়েছে। যে জিজ্ঞেস করছে সে নিশ্চয়ই এর উত্তর জানে। বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। কিভাবে রচনা করেন সেটা জানতে হলে এখানে বসো, আমরা বোঝাব। আমরাও তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। শিববাবা এখন ব্রহ্মাবাবার দ্বারা স্থাপনা করাচ্ছেন, তারপর ইনিই পালন করবেন। শঙ্করের দ্বারা বিনাশও হবে। বিনাশ তো নিশ্চয়ই নরকের হবে। নতুন দুনিয়া তো এখন তৈরি হচ্ছে। এই ছোট ব্যাচের মাধ্যমেও তোমরা বোঝাতে পার যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। এটাই হল রাজযোগ। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। যে এই কুলের হবে সে এটা দ্রুত বুঝে যাবে। তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যাবে এবং পুরুষার্থ করে নিজের উত্তরাধিকার নিয়ে নেবে। যে এই ব্রাহ্মণ কুলের হবে সে অবশ্যই ওই শূদ্র কুল থেকে বদলি হয়ে এখানে আসবে - এটাই নাটকে আছে। তোমরা ভারতের অনেক সেবা করছ কিন্তু গুপ্ত ভাবে। পূর্বেও এইরকম করেছিলে। নাটককে ভালো ভাবে জানতে হবে। গান গাওয়া হয় কেউ মারা গেলে তার কাছে জগৎও মৃত হয়ে যায়। কেবল আত্মা থেকে যায়। আত্মা তো মরে না। আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে তার কাছে এই দুনিয়াটাই আর থাকে না। তারপর যখন আবার শরীর ধারণ করবে তখন আবার নতুন করে মা-বাবা ইত্যাদি সম্বন্ধ হবে। এখানেও তোমাদেরকে অশরীরী হতে হবে। এখন তো সত্যিই এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে এবং তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের চালচলন খুব ভালো হতে হবে। কথা বলা, হাঁটা, খাওয়া...সবকিছু। খুব কম কথা বলা উচিত। রাজারা খুব কম কথা বলে এবং ধীরে ধীরে বলে, সাধারণত চুপ থাকে। তোমাদের মধ্যে তো অনেক সভ্যতা থাকা উচিত। দেবতাদের মধ্যে অনেক সভ্যতা ছিল। এখন মানুষ বাঁদরের মত অসভ্য হয়ে গেছে। একটুও বুদ্ধি নেই। যে বেহদের বাবা সমগ্র দুনিয়াকে স্বর্গ বানান, তাঁকে কিনা নুড়ি-পাথর, কুকুর-বিড়াল সবকিছুর মধ্যে বলে দিয়েছে। বাবা এসে এখন বুদ্ধির তালা খুলছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন কত বুদ্ধিমান হয়ে গেছ। শিববাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর, লক্ষ্মী-নারায়ণ, জগদম্বা ইত্যাদি সবার জীবন কাহিনী তোমরা জেনে গেছ। এখন সদগুরু শিববাবার কাছ থেকে তোমরা সবকিছু বুঝতে পেরেছ। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। যদি প্রত্যেকে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর তাহলে বুঝবে যে আমরা আগে কিছুই জানতাম না। বাঁদরের মত চালচলন ছিল। এখন আমরা সবকিছু জেনে গেছি। কিভাবে বাবা নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, উঁচুর থেকেও উঁচু ব্রাহ্মণ কুল তৈরি করেন - এইসব তোমরা জানো। যে মূর্তির পূজা করা হয় সে তো কোনো কথা বলে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ যে আমরাই পূজনীয় এবং আমরাই পূজারী হই। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সঙ্গমযুগে কিভাবে সত্যযুগের রচনা হয় তা তোমরাই জানো। আর কেউই এটা জানেনা। কোনও আইনজীবীর কাছ থেকে শিক্ষা নিলে কি পদ পাবে? ভগবানও এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা ভারতবাসী বাচ্চাদের বিরাট সৌভাগ্য... তোমাদের মধ্যেও সৌভাগ্যবান সেই, যে নিজে ধারণ করে অন্যকেও ধারণ করায়। ভবিষ্যতে অনেক বাড়িই স্বর্গ হয়ে যাবে। বৃক্ষ ধীরে ধীরে বড় হবে। এরজন্য পরিশ্রম করতে হবে। যতই উঁচুতে উঠবে তত বেশি মায়ার বিঘ্ন আসবে। পাহাড়ে যত উঁচুতে উঠবে তত তুফান, ঠান্ডা ইত্যাদি বাধা আসবে। সেবার জন্য যত বেশি সময় পাওয়া যায় ততই ভাল। চারিদিকে বিজ্ঞাপন দাও। কিছু করতে ইচ্ছে হলে সেটা বাবাকে বল যে এইরকম করতে

চাই। বাবা নির্দেশ দেবেন, ঠিক আছে কর। বেচারা মানুষরা খুবই দুঃখী। এখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কোনো জিনিসই আর খাঁটি নেই। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা এই শরীর... তোমরা বাচ্চারা এখন স্বর্গবাসী হচ্ছ। (গীত:- নতুন প্রজন্মের কুঁড়িসকল...) এই গানের মধ্যে সীতার মহিমা করা হয়। যে দেশে সীতা ছিল সেই দেশ পবিত্র ছিল। তাহলে সেই দেশে রাবণ কোথা থেকে এল? আশ্চর্যের ব্যাপার তো এটাই যে এরপর বলে দিয়েছে বাঁদরের সেনাদল গঠিত হয়েছিল। এখানেও তো মানুষেরই সেনাদল আছে। সরকার তো কখনও বাঁদরের সেনাদল গঠন করে না। তাহলে ওখানে বাঁদর সেনারা কোথা থেকে এসেছিল? এইটাও বুঝতে পারেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রাতে থেকে নিজের বিকর্মের বোঝাকে নামাতে হবে, ভালো আদপ-কায়দা রপ্ত করতে হবে। সভ্যতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। খুব কম কথা বলতে হবে।

২) কোনও ব্যাপারেই সংশয়বুদ্ধি হওয়া যাবে না। ভারতকে স্বর্গ বানানোর এই সেবাতে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। শিববাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- চারটি বিষয়কেই নিজের স্বরূপে নিয়ে এসে বিশ্ব কল্যানকারী হও।

পড়ার যে চারটি বিষয় আছে তাদের একটির সাথে অন্যটির সম্বন্ধ আছে। যে জ্ঞানী আত্মা, সে অবশ্যই যোগী আত্মাও হবে। আর যে জ্ঞান-যোগকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিয়েছে তার কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হবে। স্বভাব এবং সংস্কার ধারণার প্রতিমূর্তি হবে। যার কাছে এই তিনটি বিষয়ে অনুভূতির খাজনা আছে সে স্বভাবতই মাস্টার দাতা অর্থাৎ সেবাধারী হয়ে যাবে। যে এই চারটি বিষয়ে প্রথম হয় তাকেই বলা হয় বিশ্ব কল্যাণকারী ।

স্লোগান:- জ্ঞান এবং যোগকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিলে কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই যুক্তিযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ হবে।